ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

থ্রিলার নিয়ে ফিরছেন ইয়ামি

পৃঃ ৫

অধিনায়ক হয়ে ফিরছেন বুমরাহ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২১৬ ● কলকাতা ● ২০ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ০৬ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

আলিপুর জেলের জমি হস্তান্তরে

অনিয়মের অভিযোগ শুভেন্দুর, মুখ্যসচিবকে চিঠি বিরোধী দলনেতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আলিপুর জেল যেখানে ছিল সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনগাঁথা নিয়ে মিউজিয়াম তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। হেরিটেজ ওই অংশটিকে সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সিটিও করছে রাজ্য। আলিপুরের ওই জমি হস্তান্তরেই কোটি টাকার বেনিয়মের অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।পাশাপাশি হেরিটেজ অংশটি বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকা প্রায় দেড়শ একর জমি নিয়ে গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় রাজ্য। স্মার্ট সিটি তৈরির ব্যাপারে হিডকোর তত্ত্বাবধানে কাজও শুরু হয়েছে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনগাঁথা নিয়ে মিউজিয়াম তৈরির আড়ালে জমি হস্তান্তরের নামে সরকারের প্রায় ৮৮৬ কোটি টাকা বেনিয়ম করা হয়েছে। চিঠির নথি রাজ্যপালের কাছেও পাঠিয়েছেন তিনি। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।শুক্রবার এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে চিঠি পাঠিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর অভিযোগ, জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম মানা হয়নি। ফলে সরকারের ৮৬৬ কোটি টাকা

এরপর ৩ পাতায়

ঝাড়গ্রাম সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী,

প্রশাসনিক বৈঠক-সহ থাকছে একাধিক কর্মসূচি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি মাসেই ঝাড়গ্রাম সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেখানে ভাল ফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাছাড়া এখন জেলা সফর মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক সময় নিয়ে এক-একটি জেলায় যেতে হচ্ছে। কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তরবঙ্গ সফর সেরে ফেরার সময় হেলিকপ্টার দুর্যোগের কবলে পড়েছিল। জেলা সফরের শুরুতেই ঝাড়গ্রাম কেন? এই জনজাতি এলাকায় বিজেপি-আরএসএস হেরে গিয়েও বাড়তি সময় দিচ্ছে। কারণ তাদের লক্ষ্য লোকসভা নির্বাচন। এখান থেকে তাই বাড়তি আসন চাই। বাংলা থেকে ৩৫টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে গিয়েছে খোদ অমিত শাহ। তারপর যে স্ট্র্যাটেজি তৈরি হয়েছে তাতে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এমন সব জেলা রয়েছে। তাই এখন থেকেই তারা বাড়তি সময় দিচ্ছে। সে খবর পৌঁছে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তাই তাদের হাটে হাঁড়ি ভাঙতেই ঝাড়গ্রামকেই তিনি আগে বেছে নিয়েছেন। তাই এখানের সব কাজ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে দেখতেই ঝাড়গ্রামে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া ঝাড়গ্রামে নেতৃত্ব বদল করে সুফল পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বীরবাহা হাঁসদার মতো তরুণ মুখকে সামনে আনায় বেড়েছে গ্রহণযোগ্যতা। লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম-সহ অন্যান্য এলাকায় ভোট প্রচার-সহ বাড়তি দায়িত্ব বীরবাহাকে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী ।তাতে মুখ্যমন্ত্রী মারাত্মক চোট পান। ছোট একটা অস্ত্রোপচার পর্যন্ত করতে হয়। বিশ্রামে থাকতে হয় বেশ কিছুদিন। তখন চলে ফিজিওথেরাপি। এখন তিনি সুস্থ হয়ে গেলেও চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী বেশি মুভমেন্ট করা বারণ।

এরপর ৩ পাতায়

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর

ওই বাইপ্যাপটিই ব্যবহার করবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংক্রমণমুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে এ কথা জানা গিয়েছে। আগের থেকে এখন অনেকটাই ভাল বুদ্ধদেব। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া কেমন থাকছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তা দেখতে আগামী ৪৮ ঘণ্টা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।শনিবার বুদ্ধদেবকে দেখতে যান সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র এবং দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বুদ্ধদেবকে দেখে বেরোনোর সময় সূর্যকান্ত বলেন, "বুদ্ধদা আগের থেকে অনেকটা ভাল রয়েছেন। চিকিতসায় ভাল ভাবে সাড়া দিচ্ছেন। যা যা সমস্যা ছিল, অনেকটাই কমে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস, তাড়াতাড়ি ছাড়া হবে। ওঁর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে।" সেলিম বলেন, "অনেকটা ভাল আছেন। যে অবস্থায় ভর্তি হয়েছিলেন উনি (বুদ্ধদেব), তার থেকে ভাল। আরও দু'দিন দেখবেন চিকিৎসকেরা। অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া কেমন থাকেন, সেটা দেখবেন তাঁরা। চিকিতসকরা আশান্বিত।"তার পরই বুদ্ধদেবকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ১৩১।

ছায়াপথ প্রকাশনী-র দ্বিতীয় কবিতা সংকলন

সাতকাহন

-:লেখক সূচী:-

| অমরেশ বিশ্বাস | অমর্ত্য বালা | অমিত কুমার মণ্ডল | অনিক মৈত্র | অনিমা গুচ্ছাইত | অনিমেষ সরকার | অনির্বাণ সাহা | অনুপমা ঘোষ | অনুরাগ চ্যাটার্জী | অরিন্দম ঘোষ | অরূপ পাল | অভিক নাথ | আয়ুষ শর্মা | বেবি চক্রবর্তী | বাদশা মণ্ডল | ভূপালি রায় | বিকাশ দাস | বীরেন্দ্রনাথ মহাপাত্র | বিভাস বর্মন | চিন্ময়ী সেনশর্মা | দেবব্রত মাজী | দেবাঙ্গনা প্রামানিক | দিব্যেন্দু মণ্ডল | দীপিকা রায় | দীপরাজ বিশ্বাস | দীপ্তব্রত বাগচী | ডোরা মিত্র | দুলাল বালা | গঙ্গাধর পরামানিক | গৌতম রজক | জাহাঙ্গীর আলম | জয়দীপ ভট্টাচার্য্য | জয়দীপ বিশ্বাস | কালী শঙ্কর রায় | করিমুল ইসলাম | কৌশিক বাছাড় | কেয়া চক্রবর্তী | খগেশ্বর দাস | কোয়েল মজুমদার রায় | কুহেলী নায়েক বেরা | মনোমিত | মৌলি সরকার | মৃণাল চক্রবর্ত্তী | নাসরীন পারভীন | নেহা রুজ | নিবেদিতা দে | নিনা দত্ত | পরাগ ভট্টাচার্য্য | পর্না দত্ত | পার্থ কুমার | পায়েল মণ্ডল | পিয়ালী মণ্ডল | ড. প্রীতম মুখোপাধ্যায় | প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল | প্রথম জানা | রাহুল মণ্ডল | রাজকুমার বারিক | রাজা মুখার্জ্জী | রাজিবার ইসলাম | রাজকমল মুখার্জী | রাখাল দাস | রেগন শেখ (দুঃখের কবি) | রীনা দাস ঘোষ | রীতা রয় | রূপায়ন দত্ত | রূপসা পাল | সাগর দাস | সৈকত দাম | শাখী পাল | শমিতেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর | সন্দীপন সরকার | সপ্তপর্ণ মিশ্র | শশাঙ্কশেখর অধিকারী | সায়নী ঘটক | শর্মিষ্ঠা দে | সেখ নুর হোসেন | স্নেহা অধিকারী | স্নেহাশ্রী দে | সফিকুল হালদার | সোমা সাহা | সোমেশ্বর মুখার্জী | সোমু কর্মকার | সোনালী ঘোষ | সৌমিত্র দত্ত | সৌম্যদীপ মুখার্জী | শুভদীপ সান্যাল | সুবীর নাগ চৌধুরী | সুব্রত চ্যাটার্জী | সুদর্শন বিশ্বাস | সুদেষ্ণা মাইতি | সুকল্যাণ দে | সুমন দাস | সুপ্রিয়া মণ্ডল | সুপ্রিয় বোস | স্বাতী সাহা | শ্বেতা নাথ | তমাল বিশ্বাস | তন্ময় দত্ত | তরুণ মণ্ডল | তরুণ পাল |

যুগ্ম সম্পাদনায়:

অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল

ও হারিয়ে যাওয়া প্রায় ৭০টি মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দিলেন জেলার পুলিশ সুপার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কারও মোবাইল হারিয়ে গিয়েছিল, কারও মোবাইল আবার হয়ে গিয়েছিল চুরি ।শনিবার সেই মোবাইল গুলি সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে তুলে দিলেন মালদহের পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব। এদিন মালদহ পুলিশ অফিসে আনুষ্ঠানিক ভাবে মোবাইল গুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৭০টি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব। তিনি জানান, “এখন পর্যন্ত এক হাজারেরও বেশি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। এদিন জেলার বিভিন্ন থানা থেকে প্রায় ৭০টি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। আশা করছি আগামীতে আরও মোবাইল উদ্ধার হবে।

সাংসদ পদ ফিরে পেতেই

লালুর সঙ্গে সাক্ষাত রাহুল গান্ধীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোদি পদবি' মামলায় বড়সড় স্বস্তি পেয়েছেন তিনি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর শাস্তিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে সাংসদ পদ আবার ফিরে পাচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে লড়তেও আর কোনও বাধা রইল না তাঁর ।প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ১৩ এপ্রিল কর্ণাটকের কোলারের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করে রাহুল বলেছিলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক যে দেশের বড় বড় চোরেদের পদবি মোদি।' এই ঘটনাতেই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। সেই মামলাতেই রাহুলের শাস্তিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ।আর স্বস্তি ফিরতেই আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন রাহুল। নিজের হাতে রাহুলকে মটন রেঁধে খাওয়ালেন লালু।

লালুপ্রসাদের মেয়ে মিশা ভারতীর দিল্লির বাড়িতে শুক্রবার রাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাহুল। উপস্থিত ছিলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব এবং কংগ্রেস নেতা কেসি ভেনুগোপাল। রাহুলের 'রয়্যাল কামব্যাকে' চওড়া হাসি লালুর মুখে। কংগ্রেস নেতাকে ফুলের বোকে দিয়ে স্বাগত জানান তিনি। এরপর নিজের হাতে মটন রান্না করে খাওয়ান লালু। শোনা যাচ্ছে, রাহুলের জন্যই বিহার থেকে মটন আনিয়েছিলেন আরজেডি সুপ্রিমো। এমনকী কী কী মশলা দিয়ে মটন রান্না করেছেন, তাও রাহুলকে দেখান তিনি।

জানা গিয়েছে, রাজনীতির পাশাপাশি আরও নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তাঁদের। লালুপ্রসাদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন রাহুল। উল্লেখ্য, গত জুনে বিরোধী জোটের বৈঠকে রাহুলকে মজার ছলে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এবারও লালুর সঙ্গে দেখা করে চওড়া হাসি রাহুলের মুখে। তাঁর 'প্রত্যাবর্তনে' চব্বিশের আগে বিরোধী জোট আরও শক্তিশালী হল বলেই দাবি বিরোধী নেতাদের।

সমবায় মন্ত্রকের এই প্রয়াস

কোটি কোটি বিনিয়োগকারীর মনে আস্থা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন দিল্লিতে আজ সিআরসিএস সাহারা রিফান্ড পোর্টালের মাধ্যমে সাহারা গ্রুপ অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিজের প্রকৃত আমানতকারীদের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। এই উপলক্ষে এই প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী বি এল ভার্মা, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী বি শুভাস রেড্ডি, কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের সচিব শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং চারজন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি। যে আমানতকারীরা আজ অর্থ ফেরত পেলেন তাদের কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন। শ্রী অমিত শাহ বলেন, মোদী সরকার দেশের প্রতিটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের অধিকার রক্ষা এবং দরিদ্রতম ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর সমস্যার সমাধানে দায়বদ্ধ। সমবায় মন্ত্রক এই লক্ষ্যে আজ এক বড় সাফল্য অর্জন করল। আমানতকারীদের জমা করা অর্থ রেকর্ড সময়ে ফিরিয়ে দিতে সবকটি এজেন্সি প্রশংসনীয় কাজ করেছে, তাদের জন্যই আমানতকারীরা অর্থ ফেরত পাচ্ছেন। চলতি

এরপর ৩ পাতায়

বাংলার বিদ্যুৎ খাতের রূপান্তরমূলক উন্নয়নে

আইইইএমএ-এর ভূমিকা নিয়ে আয়োজিত হল বেঙ্গল পাওয়ার কনক্লেভ-২০২৩

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কফি টেবিল বই অন বেঙ্গল স্টোরি - এ ক্রনিকল অফ পাওয়ার অ্যান্ড প্রোগ্রেস প্রকাশ করেছেন

Kolkata 4th August, 2023: নিউজ সারাদিন : আইইইএমএ, ভারতে বৈদ্যুতিক, শিল্প ইলেকট্রনিক্স এবং সহযোগী অ্যালাইড ইকুইপমেনেটর প্রস্তুতকারকদের শীর্ষ সংস্থা, আজ তার 'বেঙ্গল পাওয়ার কনক্লেভ - ২০২৩' ফ্ল্যাগ অফ করেছে, যেখানে ২৫০ টিরও বেশি সরকারি কর্মকর্তা, বৈদ্যুতিক এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে একটি কফি টেবিল বই "দ্য বেঙ্গল স্টোরি- এ ক্রনিকল অফ পাওয়ার অ্যান্ড প্রগ্রেস" কে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। এই কফি টেবিল বইটি বাংলার পাওয়ার সেক্টরের প্রধান মাইলফলক এবং অর্জনের অসাধারণ যাত্রা বর্ণনা করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী আরএন সিং, চেয়ারম্যান, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, শ্রী প্রলয় মজুমদার, ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ), যুগ্ম সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জনাব হামজা আরসিওয়ালা, প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট, আইইইএমএ, মি. সুনীল সিংভি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আইইইএমএ এবং জনাব সিদ্ধার্থ ভুটোরিয়া, এনইসি সদস্য, আইইইএমএ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইডি আমায় ডাকবে না',

যশকে পাশে নিয়ে বললেন নুসরত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একদিন আগেই সেভেন সেন্সস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর রাকেশ সিং দাবি করেছেন, কোনও ঋণই দেওয়া হয়নি নুসরত জাহানকে। কিন্তু, নুসরতের দাবি ছিল, সংস্থা থেকেই ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার ২৮৫ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, রাকেশ বলছেন এই দাবি ভিত্তিহীন ।অন্যদিকে এ বিষয়ে যশকে পাশে পেয়ে যেন আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী দেখাল নুসরতকে। সাফ বললেন, "আগের সাংবাদিক বৈঠকে আমি ইতিমধ্যেই যা বলার বলেছি। বাকি টা তো কোর্টে রয়েছে।" এরপরই হাসতে হাসতে বলেন, 'ইডি আমায় ডাকবে না।' এদিকে নুসরতের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই ইডিতে অভিযোগ জানিয়েছেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। নুসরতও যে এক সময় সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন সেই প্রমাণ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে। যে অ্যাকাউন্টে ওই অভিযোগকারীদের দেওয়া টাকা জমা পড়েছিল, সেই টাকা থেকেই নুসরত নিজে পাম অ্যাভিনিউতে কোটি টাকার ফ্ল্যাট কিনেছেন বলেও দাবি করেছেন অভিযোগকারীরা। তাহলে কি এবার নুসরতকে ডাকতে চলেছে ইডি? শঙ্কুদেবের অভিযোগের পর থেকে তা নিয়ে নানা জল্পনা শোনা যাচ্ছে। এরইমধ্যে সঙ্গী যশ দাশগুপ্তকে পাশে নিয়ে হাসতে হাসতে তৃণমূল সাংসদ বললেন, ইডি তাঁকে ডাকবে না ।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যশ দাশগুপ্ত বলেন, "আপনাদের বুঝতে হবে বিষয়টা কোর্টে রয়েছে। এবার যা বলার কোর্ট বলবে। আর মিডিয়াতে অভিযোগের পর অভিযোগ আসতে থাকে যার কোনও ভিত্তি থাকে না। এ নিয়ে শুধু কথা বাড়ে। এর থেকে বেশি কিছু হয় না। তাই আমার মনে হয় এ বিষয়ে কোর্টের নির্দেশেরই অপেক্ষা করা উচিত। এর আগেও সময় প্রমাণ দিয়েছে, এখনও দেবে। ইডি ওকে ডাকবে না।"

এসিলর® ভারতে বিরাট কোহলিকে

ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করল

কলকাতা, ০৪ আগস্ট : নিউজ সারাদিন : লেন্স প্রেসক্রিপশনের জগতে অগ্রগণ্য সংস্থা এসিলর® গ্লোবাল স্পোর্টস আইকন তথা কিংবদন্তি ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে নিজেদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করল।

এই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ দুটি সত্তায় তাৎপর্যপূর্ণ লিগ্যাসি প্রকাশ করবে - এসিলর® হল বিশ্ব নেতা যার আছে অপথ্যালমিক শিল্পে ১৭০ বছরের প্রযুক্তিমূলক উদ্ভাবনী ও এই শ্রেণিতে সর্বোত্তম প্রস্তুতকরণ সুবিধা, গোটা বিশ্বের সব বয়সের গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করে। আর বিরাট কোহলি হলেন জীবন্ত কিংবদন্তি ও লক্ষ লক্ষ যুবকের রোল মডেল, অসাধারণ পারফরম্যান্স ও ওয়ার্ক এথিকের সাহায্যে ক্রিকেট বিশ্বের শিখরে উঠেছেন। যা শুরু হয়েছে ২০০৮-এ ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দলকে বিশ্বসেরা হতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তখন থেকে।

এসিলটর একটি বহুমুখী ক্যাম্পেন চালাবে, যাতে থাকবেন বিরাট কোহলি, যা এসিলর® ব্যাঁন্ডের ভ্যালু প্রপোজিশনে যোগ করবে নতুন মূল্য। ক্যাম্পেনে উপস্থাপন করা হবে উদ্ভাবনী ব্যাঁন্ডের শক্তিশালী পোর্টফোলিও, যার মধ্যে রয়েছে স্টেলেস্ট®, আইজেন® ও ভ্যারিলাক্স® লেন্স যা সব বয়সের দৃষ্টি সমস্যা সংশোধন করে এবং রয়েছে ক্রাইজাল®, যা হল বিখ্যাত অদৃশ্য শিল্ড প্রটেক্টিং লেন্স। একটি মেলবন্ধন যা অফার করে স্বচ্ছ দৃষ্টির সব শত্রুর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা, যাতে দৃষ্টি হতে পারে এর চরম ক্ষমতায়।

এসিলর® লাক্সোটিকা দক্ষিণ এশিয়ার কান্ট্রি হেড নরসীমা নারায়ণন বলেছেন, 'বিরাট কোহলির আবদেন এবং উৎকর্ষের প্রতি জেদ মিশেছে এসিলরের উদ্ভাবন ও গুণমানের প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার সঙ্গে। তাঁর ক্ষমতা ও বৈচিত্র্যময় জনবিন্যাসে জনপ্রিয়তা সাহায্য করবে সব বয়সে স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর দৃষ্টির তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়তে এবং পাশাপাশি এসিলরের উদ্ভাবনমূলক প্রযুক্তি ও উন্নত প্রডাক্টকে ব্যাখ্যা করবে। এটা হল নতুন ও আকর্ষণীয় অধ্যায়ের শুরু কেননা আমাদের ব্যাঁন্ড প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষকে স্বচ্ছ দৃষ্টি ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পৃথিবী দেখায় সবল করতে।'

এসিলরের সঙ্গে নতুন ইনিংস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিরাট কোহলি জানান, ও আমি এসিলরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনন্দিত, এটা এমন এক ব্যাঁন্ড যা বৈশ্বিকভাবে দৃষ্টি যত্নে বিপ্লব ঘটিয়েছে ও একেবারে সামনের সারিতে রয়েছে। আমার জীবনের অপরিহার্য অংশ আইগ্লাস এবং তাতে আমি মাঠ ও মাঠের বাইরে স্বচ্ছ দৃষ্টি পাই। এসিলরের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার ফলে আমি আরও শিক্ষিত হয়েছি এবং জানতে পেরেছি দৃষ্টির যত্ন করতে ও কীভাবে একেকজনের দৃষ্টির সমস্যায় বিভিন্ন লেন্স কাজে লাগে।'

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

'ছায়াপথ প্রকাশনী' -র প্রথম কবিতা সংকলন
সম্রাজ্ঞী
ঃ লেখক সূচী ঃ
বিশিষ্ট অতিথির কলমে— বিদ্যুৎ ভৌমিক
অনিমেষ সরকার | অনুরাগ চ্যাটার্জী | অর্ণব দত্ত | অর্পিতা দাস | অর্পিতা ঘোষ মিত্র | অরুণ কান্তি বালা | অরূপ পাল | অনুপমা ঘোষ | অতসী ঘোষ | বাবলু বর্মন | বাদশা মণ্ডল | বৈশাখী কর্মকার | বনশ্রী দেবনাথ | রাকেশ বর্মন | বিদ্যা কুম্ভকার | বিকাশ দাস | বিভাস বর্মন | চন্দন মুখার্জী | চিত্রা ভট্টাচার্য্য | দেব গোস্বামী | দীপ্তরূপা মল্লিক দাশগুপ্ত | ডোরা মিত্র | সংঘমিত্রা মুখোপাধ্যায় | ডা: উৎপল রায় | ডা. প্রীতম মুখোপাধ্যায় | এলিসা তালুকদার | গঙ্গাধর পরামানিক | হরিমোহন ঘোষ | ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী | জয়দীপ ভট্টাচার্য্য | জয়দীপ পাল | কাজল আচার্য | কল্যানী ব্যানার্জী | করিমুল ইসলাম | কাশীনাথ বসু | কৌশিক বাছাড় | কেকা চৌধুরী | মাধুরী সাহানা | মানস লাহিড়ী | মহ: রাজীব মল্লিক |মেঘনাদ মান্না | মিহির মণ্ডল | মীনাক্ষী ভট্টাচার্য্য | মনোজিৎ হালদার | মৌপিয়া জানা | মৌসুমী পাল | মৌসুমী পাল (দ্বিতীয়া) | মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় | নাসরীন পারভীন | নীনা দত্ত | নিবেদিতা দে | নবকুমার মাইতি | নুর ইসলাম | অলিভিয়া বর্মন | পলাশ সূত্রধর | পাপিয়া সাহা | পার্থ কুমার | পৌষালি দাস | প্রদীপ বাগ | প্রদীপ ঘোড়াই | প্রদীপ কুমার বর্মন | প্রশান্ত কুমার সাহু | প্রশান্ত দোলই | রাহুল মণ্ডল | রাহুল সেন | রাজ ঘোষ | রাজা মুখার্জ্জী | রাজকমল মুখার্জী | রমা খাঁ | রীতা রয় | রোহান মণ্ডল | রনি পাল | রূষালী দে | সাগর দাস | সনাতন কুন্ডু | সন্দীপন সরকার | সরওয়াত তাহেরা আনজুম | শাশ্বতী মণ্ডল | সায়ন ঘোষ | শাখী পাল | শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ | শিউলি দাস | সোমেশ্বর মুখার্জী | সঞ্জয় কুমার চ্যাটার্জী | সৌরভ গিরি | সৌভিক দে রায় | শুভজিৎ বিশ্বাস | শুভদীপ সান্যাল | সুবীর নাগ চৌধুরী | সুদর্শন বিশ্বাস | সুকল্যাণ দে | সুমন দোলাই | সুমিতা পয়ড়্যা | সুপ্রিয় বোস | সুপ্রিয়া মণ্ডল | স্বপন ঘোষ (প্রসিদ্ধি) | স্বপন দত্ত | স্বাতী সাহা | তমাল বিশ্বাস | তন্ময় দত্ত
আপনাদের সাহিত্য সাধনায় ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের সম্রাজ্ঞী
প্রকাশক ও সম্পাদিকাঃ অদিতি আচার্য্য

১-ম পাতার পর

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর ওই বাইপ্যাপটিই ব্যবহার করবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে সোমবারই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে মেডিক্যাল বোর্ড।

অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধের পর নতুন করে যাতে বুদ্ধদেবের সংক্রমণ না হয়, তার জন্য সতর্ক রয়েছে হাসপাতাল। বাইরের কাউকেই বুদ্ধদেবের কেবিনে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। শনিবার সন্ধ্যার বুলেটিনে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে বুদ্ধদেবকে। রাইলস টিউব দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে তাঁকে। খাবার তিনি গলাধঃকরণ করতে পারবেন কি না, পরীক্ষা করে তা দেখা হচ্ছে। চলছে 'সোয়ালো অ্যাসেসমেন্ট'। কবে রাইলস টিউব খোলা হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। চিকিৎসক সৌতিক পান্ডা বলেন, "উনি এখনও খুব একটা খেতে চাইছেন না। তাই রাইলস টিউবের উপরই ভরসা করতে হচ্ছে আমাদের।"

গত শনিবার থেকে আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বুদ্ধদেব। হাসপাতালে ভর্তির সময় বুদ্ধদেবের শ্বাসনালিতে (লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট) সংক্রমণ ছিল এবং 'টাইপ-২ রেসপিরেটরি ফেলিওর' হয়েছিল। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিতসকেরা। একটু সুস্থ বোধ করতেই বাড়ি যাবেন বলে চিকিৎসকদের অনুরোধ করেছিলেন বুদ্ধদেব। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সেই আবেদনে তখন সাড়া দেননি চিকিৎসকেরা। গত দু'দিনে বুদ্ধদেবের শারীরিক অবস্থার নতুন করে কোনও অবনতি হয়নি। বরং চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর স্বাস্থ্য উন্নতির দিকেই। চিকিৎসক কৌশিক চক্রবর্তী বলেন, "ছুটির ব্যাপারে এখনই কিছু বলছি না। উনি সেরে ওঠায় আমরা খুশি।"হাসপাতাল সূত্রে খবর, বাড়িতে যে বাইপ্যাপটি ব্যবহার করেন বুদ্ধদেব, সেটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর ওই বাইপ্যাপটিই ব্যবহার করবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাই ওই বাইপ্যাপটি

১-ম পাতার পর

ঝাড়গ্রাম সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রশাসনিক বৈঠক-সহ থাকছে একাধিক কর্মসূচি

কবে ঝাড়গ্রাম সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী? নবান্ন সূত্রে খবর, দুর্গাপুজোর ঠিক আগে সেপ্টেম্বর মাসে একবার দুয়ারে সরকার শিবির করবে রাজ্য সরকার। তার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জেলা সফরে যেতে চলেছেন। সেপ্টেম্বরের জেলা সফরের কর্মসূচি এখনও ঠিক হয়নি। তবে ৮ ও ৯ অগস্ট ঝাড়গ্রামে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তখন জেলা সফরে যাবেন। সেখানে বেশ কিছু কাজ তিনি খতিয়ে দেখবেন। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আবার একই সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচিও থাকছে তাঁর।আর কী জানা যাচ্ছে? এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনেও জিতেছে শাসকদল। এই পরিস্থিতিতে মানুষের কি সমস্যা আছে, আর মানুষের যদি কোনও দাবি থাকে সেগুলি তিনি শুনবেন। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে কেমন করে কাজ করতে হবে, কোন কাজগুলি আগে করতে হবে সেগুলি তিনি বাতলে দেবেন। এমনকী কোনও প্রতিশ্রুতিও পূরণ করতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

১-ম পাতার পর

আলিপুর জেলের জমি হস্তান্তরে অনিয়মের অভিযোগ শুভেন্দুর, মুখ্যসচিবকে চিঠি বিরোধী দলনেতার

ক্ষতি হয়েছে। এই বিষয়েই মুখ্যসচিবের কাছে জমি হস্তান্তরের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। ২০২১ সালের শেষে আলিপুর জেলকে বারুইপুরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্য। বারুইপুরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে নতুন জেল। অন্যদিকে আলিপুর জেল যেখানে ছিল সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনগাঁথা নিয়ে মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই জেলে একসময় থেকেছেন, তাঁদের স্মৃতিতেই গড়ে উঠেছে মিউজিয়াম।

আমূল বদলাচ্ছে শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর-সহ ১৩০৯ স্টেশন,

৫০৮ স্টেশনে কাজ শুরু রবিবার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'অমৃত ভারত' স্টেশন স্কিমের অধীনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৫৬টি স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ৬ অগাস্ট সমগ্র দেশজুড়ে 'অমৃত ভারত' স্টেশন স্কিমের অধীনে ৫০৮টি স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।স্কিমটির মধ্যে ভবনের উন্নতি, স্টেশনকে শহরের উভয় পাশে একীভূত করা, মাল্টিমোডাল ইন্টিগ্রেশন, দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুযোগ-সুবিধা, স্থায়ী এবং পরিবেশ বান্ধব সমাধান, ব্যালাস্টলেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা, প্রয়োজন অনুসারে 'রুফ প্লাজা', পর্যায়ক্রমে এবং সম্ভাব্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদে স্টেশনে সিটি সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। গোটা রাজ্যের বাছাই করা স্টেশনে এই কাজ শুরু হয়ে যাবে আগামিকাল থেকেই।ভারতীয় রেলওয়ের স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম চালু করা হয়েছে। পুনঃউন্নয়নের জন্য এই স্কিমের অধীনে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়ের ১৩০৯টি স্টেশন চিহ্নিত করা হয়েছে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মোট ৯১টি স্টেশনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ৬ অগাস্ট ৫৬টি স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে।

৫৬টি স্টেশনের মধ্যে অসমে ৩২টি, ত্রিপুরায় ৩টি, পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি, বিহারে ৩টি এবং নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে একটি করে স্টেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই প্রকল্পের অধীনে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ৯১টি স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের জন্য ৫১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৬০ কোটি টাকা এই ৫৬টি স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হবে।এই স্কিমটি একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভিত্তিতে স্টেশনগুলির বিকাশকে পরিকল্পনা করে। তার মধ্যে প্রতিটি স্টেশনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ রেখে স্টেশন অ্যাক্সেসের, সার্কুলেটিং এরিয়া, ওয়েটিং হল, টয়লেট, প্রয়োজন অনুসারে লিফট/এসকেলেটর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনামূল্যের ওয়াই-ফাই,স্থানীয় পণ্যগুলির জন্য কিয়স্ক যেমন 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' আরও উন্নত যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ব্যবসায়িক সভা-সমিতির জন্য মনোনীত স্থান, ল্যান্ডস্কেপিং ইত্যাদি সুবিধার উন্নতির জন্য মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তুতি এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলির বাস্তবায়ন রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ডিজিট্যাল স্বাস্থ্য

পরিষেবার প্রশংসা করেছেন

নতুন দিল্লি, ৫ই আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ডিজিট্যাল স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্পূর্ণ সুফল দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌছানোয় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডভিয়া এক ট্যুইট বার্তায় জানিয়েছেন, সংক্রমিত ব্যাধি নয় এমন অসুখের জন্য জাতীয় প্রকল্পর এনসিডি পোর্টালে ৫ কোটির বেশী আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট বা আভা (এবিএইচএ) তৈরি করা হয়েছে। মন্ত্রীর ট্যুইট বার্তার প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, " দারুণ একটি খবর! আমাদের মূল উদ্দেশ্য দেশজুড়ে আমাদের গরীব ভাইবোনদের উন্নত স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান করা। ডিজিট্যাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সুফল দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌছানোর খবরটি অত্যন্ত সন্তোষজনক।"

বিশ্ব তীরন্দাজী চ্যাম্পিয়নশিপে

ভারতের জন্য প্রথম স্বর্ণপদকজয়ী মহিলা কম্পাউন্ড টিমকে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

নতুন দিল্লি, ৫ আগস্ট , ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব তীরন্দাজী চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জন্য প্রথম স্বর্ণপদকজয়ী মহিলা কম্পাউন্ড টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক ট্যুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন; "বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব তীরন্দাজী চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জন্য প্রথম স্বর্ণপদক জয় করেছে আমাদের মহিলা কম্পাউন্ড দল - যা দেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের। আমাদের চ্যাম্পিয়নদের অনেক অভিনন্দন। তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের কারণেই এই অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে।"

আইসিএআই-এর ইআইআরসি কলকাতার

ধন ধান্য অডিটোরিয়ামে ক্যাপিটাল মার্কেট কনক্লেভ আয়োজন করলো

Kolkata 5th August, 2023: নিউজ সারাদিন : দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই) এর পূর্ব ভারত আঞ্চলিক কাউন্সিল (ইআইআরসি) সফলভাবে ক্যাপিটাল মার্কেটস কনক্লেভ আয়োজন করেছে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন আইসিএআই-এর আর্থিক বাজার ও বিনিয়োগকারী সুরক্ষা সংক্রান্ত মর্যাদাপূর্ণ কমিটি (সিএফএমআইপি-আইসিএআই) এর সিএ চরণ জোত সিং নন্দা, চেয়ারম্যান সিএফএমআইপি এবং সিএ কোথা এস শ্রীনিবাস, ভাইস চেয়ারম্যান সিএফএমআইপি এর যোগ্য সংগঠিত নেতৃত্বে সাথে করে।

বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন শ্রী অনন্ত নারায়ণ জি, সার্বক্ষণিক সদস্য, সেবি, মূল বক্তা ড. হরিশ আহুজা, ভাইস প্রেসিডেন্ট এনএসই, সিএ রঞ্জিত কুমার আগরওয়াল, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আইসিএআই, সিএ (ড.) দেবাশীষ মিত্র, ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট, আইসিএআই, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর সিএ সুশীল কুমার গোয়েল, সিএ দেবায়ন পাত্র, চেয়ারম্যান, ইআইআরসি, সিএ সঞ্জীব সংঘী, ভাইস চেয়ারম্যান, ইআইআরসি, সিএ বিষ্ণু কে তুলসিয়ান, সেক্রেটারি, ইআইআরসি, সিএ ময়ুর আগরওয়াল, কোষাধ্যক্ষ, ইআইআরসি এবং সিএ রবি কুমার পাটওয়া, আরসিএম-আইএম, পাস্ট চেয়ারম্যান, ইআইআরসি।

ফাইন্যান্স এবং অ্যাকাউন্টিং সম্প্রদায়ের ৪০০ টিরও বেশি বিশিষ্ট সদস্যের উপস্থিতির সাথে, ক্যাপিটাল মার্কেটস কনক্লেভ পুঁজিবাজারে গতিশীল বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর গভীর আলোচনা এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ উপস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট বক্তারা সর্বশেষ প্রবণতা এবং উন্নয়নের বিষয়ে তাদের মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করেছেন

শিল্প জগতের নেতৃবৃন্দরা ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টিং সেক্টরে বর্তমান চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ তুলে ধরেন। পুরো ইভেন্ট জুড়ে, তারা যে অসামান্য প্রজ্ঞা শেয়ার করেছেন তা দেখে উপস্থিতরা মুগ্ধ হয়েছিল। কনক্লেভ এর উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের বোঝাপড়াকে সমৃদ্ধ করার এবং মত মনের পেশাদারদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য, নেটওয়ার্কিং এবং সহযোগিতার একটি প্রাণবন্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য একটি অনন্য সুযোগ প্রদান করা।

এই অনুষ্ঠানে বলতে গিয়ে, সিএ ময়ুর আগরওয়াল, চেয়ারম্যান, সিএফএমআইপি, -ইআইআরসি -আইসিএআই বলেন, "আমরা ক্যাপিটাল মার্কেটস কনক্লেভে এমন অভূতপূর্ব সাড়া দেখে খুবই উৎসাহিত। এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান, অপ্রতিরোধ্য অংশগ্রহণ এবং আলোচনার গুণমান আমাদের সম্প্রদায় ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টিং ল্যান্ডস্কেপের একটি দুর্দান্ত সর্বাগ্রে রাখার গুরুত্ব কে আন্ডারলাইন এক্সপোজার করে।"

ক্যাপিটাল মার্কেটস কনক্লেভ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে, আয়োজক কমিটি সমস্ত উপস্থিত, বক্তা এবং পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এছাড়াও, "দ্য আর্ট অফ ইনভেস্টিং এট সেনসেক্স পিক" এর উপর একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে সিএ বিকাশ জৈন উপস্থিতদের সাথে বাজারের শীর্ষে বিনিয়োগের সুযোগগুলি কীভাবে বোঝা যায় সে সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করেন।

সম্মানিত স্পিকার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিএ অনিল সিংহভি জী বিজনেস এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক,ফায়ার সাইড চ্যাটের মডারেটর সিএ সমীর আগরওয়াল, মিস্টার বরুণ মালহোত্রা, ডিরেক্টর, এজ ইনস্টিটিউট ফর ফাইন্যান্সিয়াল স্টাডিজ, সিএ বিবেক বাজাজ, সহ-প্রতিষ্ঠাতা, স্টকএজ, মিস্টার সন্দীপ জৈন, ডিরেক্টর, ট্রেড সুইফট ব্রোকিং, মি আশিস পি সোমাইয়া, সিইও, হোয়াইট ওক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট, সিএ ঘনশাম জোশী, স্টক মার্কেট অ্যানালিস্ট এবং সিএ সঞ্জয় বাক্কা, সিএফও, সেনকো গোল্ড।

২ পাতার পর

সমবায় মন্ত্রকের এই প্রয়াস কোটি কোটি বিনিয়োগকারীর মনে আস্থা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করেছে

বছরের ১৮ জুলাই, সিআরসিএস সাহারা রিফান্ড পোর্টাল যখন শুরু হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল নথিভুক্তির ৪৫ দিনের মধ্যে প্রকৃত আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ও সরকারের সব এজেন্সিগুলির দ্বারা গঠিত কমিটি অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া এক মাসের আগেই শুরু করে দিয়েছে। ১১২ জন আমানতকারী আজ তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে ফেরত পেয়েছেন, শীঘ্রই অন্য আমানতকারীরাও তাদের টাকা ফেরত পাবেন। সমবায় মন্ত্রকের এই প্রয়াস কোটি কোটি বিনিয়োগকারীর মনে আস্থা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করেছে বলে শ্রী শাহ মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, পৃথক সমবায় মন্ত্রক গঠনের সময়ে তাদের সামনে সমবায় কাঠামোর পুনরুজ্জীবন, ৭৫ বছর আগের সমবায় সংক্রান্ত আইনগুলির সময়োপযোগী পরিবর্তন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সমবায়ের উপর হারিয়ে যাওয়া আস্থা পুনরুদ্ধারের মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ছিল। এগুলির মোকাবিলায় সমবায় মন্ত্রক পূর্ণ উদ্যম দিয়ে কাজ করেছে। সাহারা গ্রুপের চারটি সমবায় সমিতিতে কোটি কোটি বিনিয়োগকারী কোটি কোটি টাকা প্রায় ১৫ বছর ধরে আটকে ছিল। সিআরসিএস সাহারা রিফান্ড পোর্টালে এপর্যন্ত প্রায় ৩৩ লক্ষ বিনিয়োগকারী নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। শ্রী অমিত শাহ বলেন, বছরখানেক আগে থেকে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার লক্ষ্যে সমবায় মন্ত্রক একের পর এক বৈঠকের আয়োজন করে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এক জায়গায় এনে সমবায় মন্ত্রক সরকারের অন্য দপ্তরগুলির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন দাখিল করে। সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে শীর্ষ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে প্রকৃত আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেয়। শ্রী অমিত শাহ বলেন, নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী কিস্তির টাকা আরও কম সময়ে ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকের আমানত সুরক্ষিত রাখা এবং তাদের আটকে থাকা অর্থ সংবিধানের বিভিন্ন সংস্থানের সাহায্যে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা দেশের সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব। মোদী সরকার সাহারা গ্রুপের সমবায় সমিতিগুলিতে আমানতকারীদের কষ্টার্জিত অর্থের প্রতিটি পাইপয়সা ফেরত দিতে নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছে বলে শ্রী শাহ জানান। প্রথম পর্যায়ে আজ সাহারা গ্রুপের সমবায় সমিতিগুলির ১১২ জন আমানতকারী তাদের আধার সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে ফেরত পেয়েছেন। প্রথম পর্যায়ের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আদালত বান্ধবের সহায়তায় নিরীক্ষক এসংক্রান্ত একটি আদর্শ কার্য প্রক্রিয়া প্রণয়নের কাজ করছেন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২১৬ সংখ্যা ০৬ আগষ্ট, ২০২৩ রবিবার ২০ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও স্থাপত্যের ভিত্তিতে স্টেশন ভবনগুলি গড়ে তোলা হবে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৬ আগস্ট বেলা ১১টায় এক ঐতিহাসিক উদ্যোগে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে দেশজুড়ে ৫০৮টি রেল স্টেশনের পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই অত্যাধুনিক গণ পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। রেল যেহেতু দেশের সাধারণ মানুষের পছন্দের পরিবহণ মাধ্যম, তাই তিনি রেল স্টেশনগুলিতে বিশ্বমানের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই ভাবনা চিন্তা থেকেই দেশজুড়ে ১ হাজার ৩০৯টি রেল স্টেশনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ৫০৮টি রেল স্টেশনের পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এজন্য ২৪ হাজার ৪৭০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হবে। শহরের দুই দিকের সঙ্গে যথাযথ সংযুক্তিকরণ ঘটিয়ে স্টেশনগুলিকে'সিটি সেন্টার' হিসেবে গড়ে তুলতে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে। রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক নগরোন্নয়নের সার্বিক সংযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে।

যে ৫০৮টি স্টেশনকে পুনর্নির্মাণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি ছড়িয়ে আছে ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে ৫৫টি করে, বিহারে ৪৯টি, মহারাষ্ট্রে ৪৪টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩৭টি, মধ্যপ্রদেশে ৩৪টি, অসমে ৩২টি, ওড়িশায় ২৫টি, পাঞ্জাবে ২২টি, গুজরাট ও তেলেঙ্গানায় ২১টি করে, ঝাড়খণ্ডে ২০টি, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ১৮টি করে, হরিয়ানায় ১৫টি এবং কর্ণাটকে ১৩টি স্টেশন রয়েছে। এই স্টেশনগুলিতে যাত্রী স্বাচ্ছন্দের আধুনিক ব্যবস্থা, সুপরিকল্পিত যান সঞ্চালন, বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের সংযুক্তিকরণ এবং যাত্রীদের দিশা নির্দেশের সুন্দর ব্যবস্থা থাকবে। স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও স্থাপত্যের ভিত্তিতে স্টেশন ভবনগুলি গড়ে তোলা হবে।

সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ৩৮তম

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ নতুন দিল্লিতে সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ৩৮তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের দ্বাদশ খণ্ড অনুমোদিত হয়, যা রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর বছরে প্রধানমন্ত্রী দেশের সামনে যে 'পঞ্চপ্রাণ'-এর আদর্শকে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে দুটি হল 'ঐতিহ্য' এবং 'দাসত্ব'-এর চিহ্ন মোচন। শ্রী শাহ বলেন, এই দুই প্রাণ-এর ১০০ শতাংশ রূপায়ণের লক্ষ্যে সমস্ত সরকারি ভাষাকে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করলে ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে জানান তিনি। আঞ্চলিক ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সরকারি ভাষাও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে জানিয়ে তিনি বলেন, আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষার কোনও প্রতিযোগিতা নেই। সমস্ত ভারতীয় ভাষার যথাযথ প্রসার ঘটলে দেশ শক্তিশালী হবে। শ্রী শাহ বলেন, যত ধীরেই হোক না কেন, কোনরকম বিরোধিতা ছাড়াই সরকারি ভাষাকে গ্রহণের মানসিকতা গড়ে ওঠা দরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিকিৎসা পাঠক্রম ১০টি ভাষায় শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। খুব শীঘ্রই সমস্ত সরকারি ভাষাতেই তার সুযোগ পাওয়া যাবে এবং তা সম্ভব হলে আঞ্চলিক ভাষা এবং সরকারি ভাষার উত্থানের প্রকৃত শুভলগ্ন সূচিত হবে। তিনি বলেন, ভারতীয় ভাষার প্রসার ঘটাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যেরকম গর্বের সঙ্গে হিন্দি এবং অন্য ভারতীয় ভাষাকে বিশ্বমঞ্চের সামনে তুলে ধরেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী সংসদে কখনই ইংরেজিতে কোনও ভাষণ দেননি এবং সরকারের মন্ত্রীরাও সবসময়ই চেষ্টা করেন ভারতীয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে যোগসূত্রের আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, সরকারি ভাষার গ্রহণযোগ্যতা কোনও আইন বা নির্দেশিকা মেনে হয় না, তা হয় সদিচ্ছা, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, নানা ভাষা আমাদের দেশের ঐক্যকে ধরে রেখেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের ৯টি খণ্ড অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০১৯-এর পর থেকে তিনটি খণ্ড অনুমোদিত হয়। তিনি জানান, এইসব খণ্ডগুলি বিষয়ভিত্তিক। দ্বাদশ খণ্ডটি 'সরলীকরণ' সংক্রান্ত। শ্রী অমিত শাহ সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সমস্ত সদস্যকে ধন্যবাদ জানান এবং তিনি আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে আগামীদিনেও সরকারি ভাষার প্রচার এবং প্রসারে এই কমিটি কাজ করে যাবে। সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী ভরতৃহরি মাহতাব, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় কুমার মিশ্র এবং শ্রী নিশীথ প্রামাণিক সহ কমিটির অন্য সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

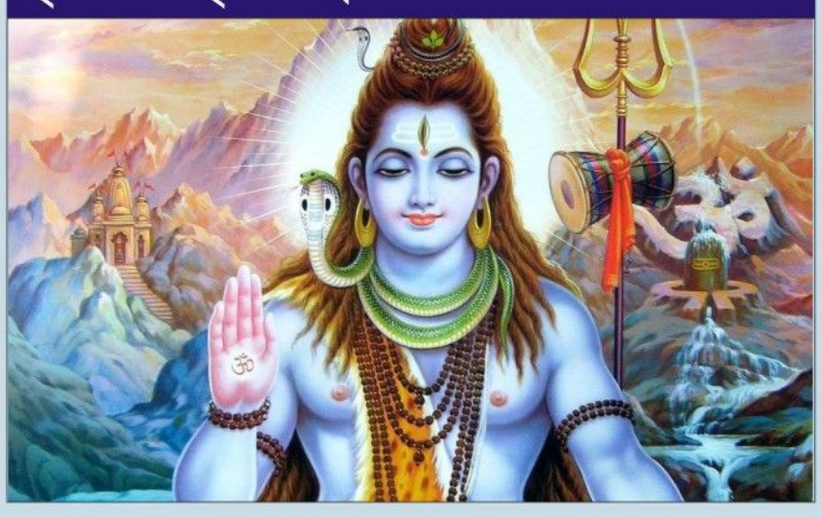

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আসলে এ কথাটি বলার মতন বা লেখার মতন ইচ্ছা আছে আমার ছিলনা। কিন্তু আমি সমাজের বহু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার উপলব্ধি করেছি, রাজনীতির জন্ম সূত্রপাত কোথা থেকে তাই এ কথাটি লিখতে বাধ্য হলাম।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণ জীবিত

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণ জীবিত আছে? এও আবার সত্যি?অবাক লাগবে শুনে, হ্যাঁ এটাই সত্যি আজও প্রচলিত আছে এই বৃন্দাবনে। প্রতিদিনের মতো রোজ ভোরে মঙ্গল আরতির সময় সেই স্থানে সমস্থ জিনিস ব্যবহৃত অবস্থায় পান মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। মন্দিরের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে শাড়ি, শৃঙ্গারের দ্রব্য, এলোমেলো অবস্থায় থাকে বিছানা। পান ও লাড্ডু ভোগ অর্ধের অবস্থায় পাওয়া যায়। অনেকে অবশ্য মনে করেন এই ঘটনা কোন মানুষ অথবা জীব করে থাকে। যদিও বা সেই দাবির কোন সত্যতা প্রমান করতে পারেনি নৃতত্ব গবেষকরা। স্থানীয় মানুষ বেঁচে আছে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের উপস্থিতির প্রাচীন কথাকে নিয়ে। তাঁরা এখনও দাবি করেন, ওই অঞ্চলে রাতের বেলা সাধু সন্তরা বাঁশীর সুর ও নূপুরের ধ্বনি শুনতে পান। বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের দ্বন্ব চলছেই যুগ যুগ ধরে। আর নিধিবন থেকে গেছে পৃথিবীর রহস্যের আঁধারে।তবে বৃন্দাবন অতি প্রাচীন এবং অসাধারন মন্দির বাকেবিহারি মন্দির। চোখ টানবে মন্দিরের ভেতর অদ্ভুত সুন্দর কারুকার্যে ভরা রাধা-কৃষ্ণের মুর্তি। বৃন্দাবনের এই মন্দিরটির ছাড়াও আরেকটি জায়গা রয়েছে যা ভক্তদের কাছে অতি আকর্ষণীয় এবং কৌতূহল ভরা। ওই স্থানটি হল নিধিবন মন্দির। নিধি অর্থে সম্পদ এবং চারপাশ জঙ্গলে ঘেরা বলে বন। সেখান থেকেই এই মন্দিরের নাম নিধিবন। এই মন্দিরেই লুকিয়ে আছে অনেক রহস্য। যা আজও পর্যটকদের সমান ভাবে আকর্ষিত করে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই জঙ্গলের সব গাছের শাখাই নিম্নমুখী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গাছের শাখা-প্রশাখা নিচের দিকে মুখ করে রয়েছে বলে মনে করা হয়। যদিও এই মন্দির ও তার আশেপাশের এলাকা অত্যন্ত রুক্ষ, এই সব গাছগুলো সারা বছরে সবুজে ভরে থাকে। কখন এই গাছগুলিতে জলের অভাব দেখা দেয় না। স্থানীয় বাসিন্দা ও মন্দিরের কর্মচারীদের বিশ্বাস এই সব গাছ আসলে বাঁকেবিহারীর লীলাখেলার সঙ্গী গোপিনীর দল। রাত নামলেই নাকি বদলে যায় মন্দিরের এলাকা। তাই বিকেলের পরই বন্ধ করে দেওয়া হয় মন্দিরের দরজা। স্বয়ং বাঁকেবিহারী নাকি আজও রায়কিশোরী ও অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে লীলা খেলা করেন। মন্দিরের চারপাশ ঘিরে রাখা এই গাছগুলোই গোপিনীতে পরিবর্তিত হয় এবং তারা রাসলীলায় অংশ নেন।

মন্দিরের ভিতরে একটি ছোট কুয়ো আছে। মনে করা হয়, রাসলীলার সময় একদিন রাধা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে, তাঁর তৃষ্ণা মেটাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই কুয়োটি তাঁর বাঁশি দিয়ে খনন করেন।সন্ধ্যা আরতির পরই এই মন্দিরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাইরে বের করে দেওয়া হয় সমস্ত পর্যটক ও পূণ্যার্থীদের। সকাল পর্যন্ত এখানে যে কোনও কারোর প্রবেশ নিষেধ। এই মহারাসলীলা কাউকে চাক্ষুস করতে দেওয়া হয় না। কয়েকজন অতি-উৎসাহী কখনও সখনও লুকিয়ে সন্ধের পর মন্দিরে থেকে গিয়েছিলেন। সকালবেলা তাঁদের হয় মৃত, নয়তো পাগল অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাই বলা হয় যে এই রকম কোন কাজে কেউ করলে সে মারা যেতে পারে বা বদ্ধ পাগল হয়ে যেতে পারে।

তবে সকলেরই জানা হিন্দু বেদ,পুরাণ,শাস্ত্রে চারটি যুগের কথা বর্ণনা আছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরা বিশ্বাস করেন, পুরাণ কাব্য অনুসারে, প্রতি যুগের অন্তিম পর্যায় ভগবান শ্রী বিষ্ণু তাঁর অবতার নিয়ে ধরাধামে আসেন যুগের অন্ত করে নতুন যুগের সূচনা করতে। ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস দ্বাপর যুগে অন্ত হয়েছিল ভগবান শ্রী বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারের আগমনের পর। কিন্তু ভারতের এই সুপ্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে জরিত বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও আধুনিক বিজ্ঞান,প্রযুক্তির কারণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে পুরাণ কাহিনীতে বর্ণিত শ্রী কৃষ্ণের অলৌকিকত্ব নিয়ে। তবে কৃষ্ণ জন্মভূমি বৃন্দাবনকে ঘিরে এখনও অনেক রহস্য ছড়িয়ে আছে যার কোন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ব্যখ্যা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে যে মথুরা,বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ ধর্মস্থান গড়ে উঠেছে, বলা হয় দ্বাপর যুগের এই শ্রী কৃষ্ণ জন্মভূমির কাছে নিধিবন নামে একটি স্থান আছে। এই সেখানে অবস্থিত রঙমহল নামে একটি হিন্দু ধর্মীয় স্থান। অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছরের পুরনো ১৬০০১০৮ টি তুলসি বৃক্ষ দিয়ে, স্থানীয় ভাষায় এই তুলসি বৃক্ষকে পিলু বৃক্ষ বলা হয়। বৈঞ্জানিক তত্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তুলসি গাছগুলি আলোর বিপরীতে বেড়ে চলেছে। যেন পুণ্যভূমিকে মাটি স্পর্শ করে আছে। এলাকার মানুষের বিশ্বাস, এই স্থানেই শ্রী কৃষ্ণ দ্বাপর যুগে তাঁর গোপী অর্থাৎ গুপ্ত সখীদের নিয়ে রাসলীলা করতেন। আর তাদের বিশ্বাস আসলে এই ১০০১০৮টি তুলসি বৃক্ষ আসলে শ্রী কৃষ্ণের সখী, যারা রাতের বেলা মনুষ্য রূপ ধারণ করেন ভগবানের সাথে রাসে অংশ নিতে। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না, পৃথিবীর সাতটি রহস্যময় স্থানগুলির মধ্যে এই স্থানটিও বিশেষ রহস্য বহন করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। এই নিধিবন প্রাচীন হিন্দু পুরণ, মহাকাব্য অনুসারে শ্রী কৃষ্ণ জন্মভূমির কাছে অবস্থিত। এই স্থানে রঙমহল বলে একটি স্থান আছে। যাকে দ্বাপর যুগের রাস মঞ্চ বলা হতো।

লোক কথা অনুসারে, গোপীদের নিয়ে এই রঙমহলেই মধ্যরাতে রাসলীলায় অংশ নিতেন শ্রী কৃষ্ণ। আর অদ্ভুত বিষয় এটাই যে এই অঞ্চলের মানুষ এখনও বিশ্বাস করেন প্রতি রাতে এখানে এখনও শ্রী কৃষ্ণ অসেন তার গোপীদের সাথে প্রেম রাসে অংশ নিতে। সেই বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে আজও ওই অঞ্চলে রাত নামার আগে বন্ধ করে দেওয়া হয় রঙমহলের মূল মন্দিরের দরজা। আর মন্দির বন্ধ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

থ্রিলার নিয়ে ফিরছেন ইয়ামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০১২ সালে সুজিত সরকারের 'ভিকি ডোনর' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন ইয়ামি গৌতম। তার আগে টেলিভিশনে একাধিক ধারাবাহিকে কাজ করেছেন। পাশাপাশি একাধিক সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবেও দেখা গিয়েছে ইয়ামিকে।

২০১২ সালে 'ভিকি ডোনর' ছবিতে আয়ুষ্মান খুরানার বিপরীতে দেখা গিয়েছিল তাকে। মুক্তির পরে দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসাও অর্জন করেছিল ওই ছবি। বক্স অফিসে ব্যবসার নিরিখেও ভালো ফল করেছিল সুজিত সরকার পরিচালিত ওই ছবি। তারপর গত ১১ বছরে একাধিক বলিউড ছবিতে কাজ করেছেন ইয়ামি। 'বদলাপুর', 'বালা', 'কাবিল', 'সরকার ৩'-এর মতো ছবিতে দেখা গিয়েছে তাকে। তারপরও বলিউডে তেমনভাবে জমি শক্ত করতে পারেননি অভিনেত্রী।

২০২১ সালে ইয়ামি বিয়ে করেন পরিচালক আদিত্য ধরকে। আদিত্য পরিচালিত 'উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' ছবিতে কাজ করেছিলেন ইয়ামি। খবর, নিজের পরবর্তী ছবির জন্য আদিত্যর সঙ্গেই ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি। ২০১৯ সালে মুক্তি পায় আদিত্য ধর পরিচালিত ছবি 'উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'। শোনা যায়, ওই ছবির শুটিং চলাকালীনই একে অপরের প্রেমে পড়েন আদিত্য ও ইয়ামি। ছবির মুক্তির বছর দুয়েক পরে ২০২১ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন যুগল। 'উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর পরে 'ধুমধাম' ছবির জন্যও আদিত্যর সঙ্গেই জুটি বেঁধেছেন ইয়ামি। ওই ছবিতে 'স্ক্যাম ১৯৯২' খ্যাত অভিনেতা প্রতীক গান্ধীর সঙ্গে বিপরীতে দেখা যেতে চলেছে তাকে। ছবির পরিচালনায় ঋষভ শেঠ, প্রযোজনায় আদিত্য। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে ওই ছবি।

এবার খবর, আদিত্যর সঙ্গে তৃতীয়বার জুটি বাঁধছেন ইয়ামি। সেই ছবিতেও আদিত্যকে পরিচালকের বদলে প্রযোজকের ভূমিকাতেই দেখা যেতে চলেছে। শোনা যাচ্ছে, সত্য রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে একটি থ্রিলার ছবি বানাতে চলেছেন আদিত্য। ওই ছবিতেই দেখা যাবে ইয়ামিকে। আদিত্য প্রযোজিত ওই ছবির পরিচালনায় দায়িত্বে থাকছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গোয়ার প্রখ্যাত পরিচালক আদিত্য সুহাস জাম্ভালে। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ওই ছবির শুটিং।

দুই নায়িকার চুলোচুলিতে বন্ধ হলো সিরিজের শুটিং

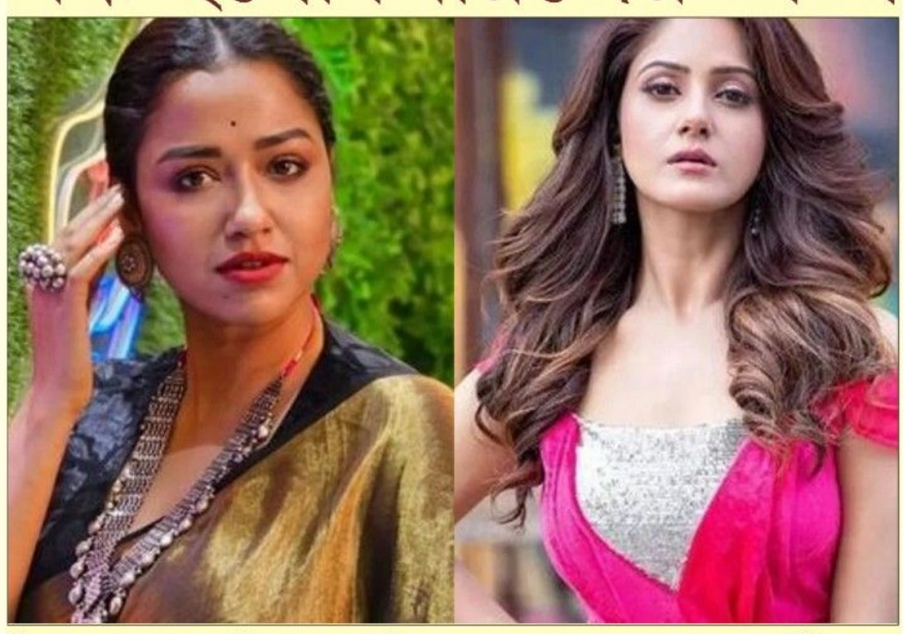

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একসঙ্গে কাজ করতে গেলে অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে যেমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তেমনি বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। যেমনটা দেখা গেল টলিউড অভিনেত্রী সোহিনী সরকার ও তৃণা সাহার মধ্যে। 'মাতঙ্গী' শিরোনামে ওয়েব সিরিজের শুটিং সেটে সোহিনীর সঙ্গে 'ক্যাট ফাইট' হয় তৃণার। তারপর শুটিং না করে সেট ছেড়ে চলে যান এই অভিনেত্রী। কলকাতার গণমাধ্যম সূত্রে খবর, সোহিনী সরকারের সঙ্গে বিবাদের জেরে নাকি শুটিং ছেড়ে বেড়িয়ে গেছেন তৃণা সাহা! যদিও দুই নায়িকা এই বিষয়ে কোনোরকম মন্তব্য করেননি, তবে নায়িকা সংঘাতের খবর প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় টলিপাড়া।

জানা গেছে, মেকআপ আর্টিস্ট আর ভ্যান নিয়ে মনোমালিন্যের সূত্রপাত। তৃণা নাকি দাবি করেছিলেন তারও সোহিনীর মতো আলাদা ব্যবস্থা চাই। বছরখানেক ধরেই সোহিনী সরকারের ব্যক্তিগত যে মেকআপ ও হেয়ার স্টাইলিং টিম, তারা সবখানে অভিনেত্রীর সঙ্গে থাকেন। 'মাতঙ্গী'র সেটেও হাজির ছিলেন তারা। সেটা দেখেই প্রযোজনা সংস্থার কাছে আলাদা মেকআপ টিমের বায়না ধরেন টেলিপর্দার জনপ্রিয় 'বালিঝড়' অভিনেত্রী। শুটিং টিমের একাংশের দাবি, তৃণা নাকি প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে ভালো করে কথা বলেননি। এমনকী পরিচালকদ্বয়ের সঙ্গেও অভিনেত্রী দুর্ব্যবহার করেন। সেটের মধ্যেই নাকি তিনি চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। অভিনেত্রীর এহেন আচরণ নিয়ে কানাঘুষাও হয়! তবে ঝামেলা আরও বাড়ে সোহিনীর একটি মেসেজে। সূত্রের খবর, আর্টিস্ট গ্রুপে নাকি 'সত্যবতী' কারো নাম না করেই লেখেন, ২০১৮ সাল থেকে নিজের যোগ্যতায় আলাদা স্টাইলিং টিম পেয়ে আসছেন তিনি। তাই অপেক্ষা করলে সময়মতো সকলের জন্যই বন্দোবস্ত হয়। আর সেই কথা চাউর হতেই নাকি অপমানিত বোধ করেন তৃণা সাহা। তারপরই শুটিং ছেড়ে বেরিয়ে যান। তিনি এও দাবি করেন যে, সোহিনীকে ক্ষমা চাইতে হবে, কিন্তু আরেক নায়িকা এতে ঘোর আপত্তি জানান।

এদিকে, দুই নায়িকার দ্বন্দ্বের জেরে ঝামেলায় পড়েছে 'মাতঙ্গী' টিম। সিরিজটিতে ইতোমধ্যে তৃণা সাহার অর্ধেকেরও বেশি অংশের শুটিং হয়ে গিয়েছে। তাই এই মুহূর্তে নতুন কাউকে নিয়ে কাজ করাও সম্ভব নয়। এই সিরিজের যৌথ প্রযোজক হিসেবে আছেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষও।

মনের জোরেই এগিয়ে যাওয়া

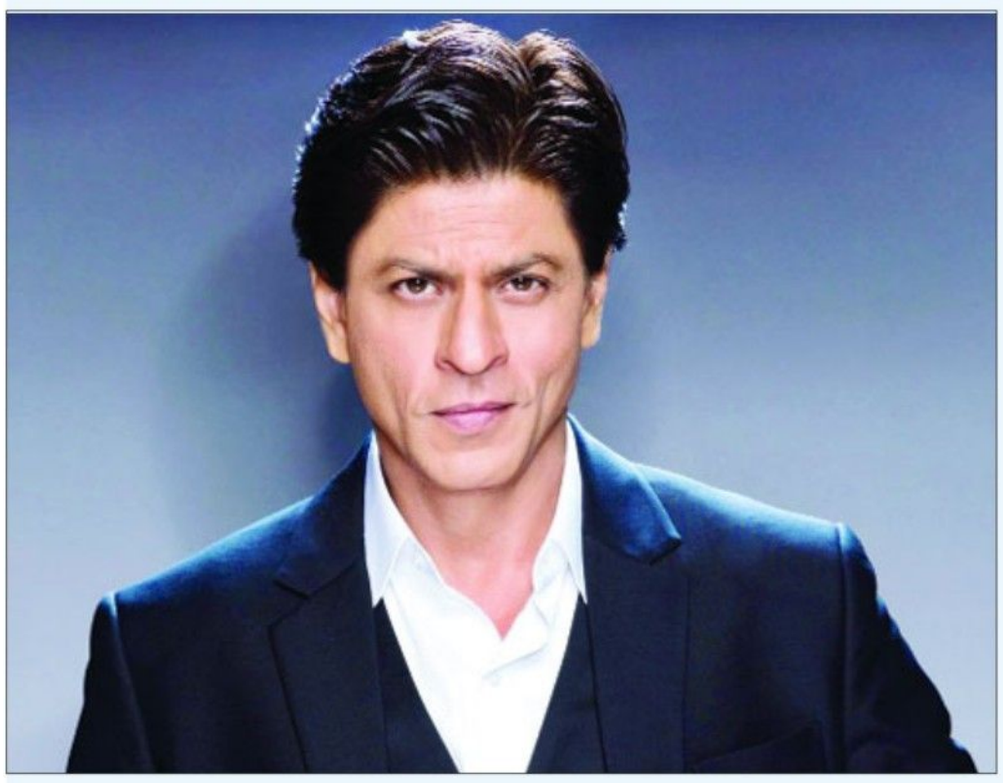

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত সোমবার সকালে শাহরুখ খানের 'জওয়ান' ছবির প্রথম ঝলক মুক্তি পেয়েছে। জুলাই মাসের গোড়াতেই ৩০ বছরে পা ফেলেছে অভিনেতার ক্যারিয়ারের অন্যতম বিতর্কিত ছবি 'মায়া মেমসাব'। এই ছবিতেই শাহরুখ প্রথম অভিনয় করেছিলেন বলে দাবি করেন বলি পরিচালক কেতন মেহতা।

কেতনের পরিচালনায় যখন 'মায়া মেমসাব' ছবির শুটিং চলছিল, তখন অভিনেতা মানসিক দিক দিয়ে খানিকটা ভেঙে পড়েছিলেন। মনের জোরে কোনো রকমে ছবির শুটিং সম্পূর্ণ করেন তিনি। এমনটাই জানান কেতন। 'মায়া মেমসাব' ছবির মাধ্যমেই বড় পর্দায় প্রথম অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ। কিন্তু অজানা কারণে এই ছবির মুক্তির তারিখ পিছিয়ে যায়। 'মায়া মেমসাব' মুক্তির আগেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় শাহরুখের ছবি 'দিওয়ানা' মুক্তির পর 'রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান', 'চমৎকার', 'দিল আশনা হ্যায়'র মতো শাহরুখের একাধিক ছবি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর অবশেষে মুক্তি পায় 'মায়া মেমসাব' অথচ এই ছবিটিই শাহরুখের অভিনয় করা প্রথম ছবি। ১৯৯৩ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'মায়া মেমসাব' ছবিটি। এই ছবিতে শাহরুখের পাশাপাশি রাজ বব্বর, ফারুখ শেখ, পরেশ রাওয়ালের মতো তারকারা অভিনয় করেছিলেন।

'মায়া মেমসাব' ছবিতে শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন দীপা শাহি। এই ছবিতে শাহরুখ এবং দীপা ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন। প্রথম ছবিতে এমন দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন বলে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তবে সাহসী দৃশ্যে অভিনয়ের পরও বড় পর্দায় শাহরুখ এবং দীপার সম্পর্কের রসায়ন দর্শকের মন ছুঁয়েছিল। কিন্তু 'মায়া মেমসাব' ছবিতে শুটিংয়ের সময় শাহরুখের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছিল বলে জানান কেতন। কেতন সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'মায়া মেমসাব' ছবির শুটিং হয়েছিল শিমলায়। মুম্বাই থেকে দলের সব সদস্য পৌঁছে গিয়েছিলেন শিমলায়।

'মায়া মেমসাব' ছবির শুটিং চলার সময় শাহরুখের মা অসুস্থ ছিলেন বলে জানান ছবির পরিচালক কেতন। পরিচালকসহ টিমের কয়েক সদস্য মনে করেছিলেন, মায়ের অসুস্থতার কারণে শাহরুখ এতটাই ভেঙে পড়বেন, শুটিংয়ের জন্য শিমলা যেতে পারবেন না। কিন্তু পরিস্থিতি সামলে শুটিংয়ের জন্য হাজির হয়েছিলেন শাহরুখ। অভিনয়ের প্রতি নিজেকে যেন নিবেদন করে দিয়েছিলেন তিনি। কেতনের দাবি, অভিনয়কে ভালো না বাসলে এই অবস্থায় কেউ শুটিং করতে পারেন না।

কেতন আরো জানান, তিনি 'মায়া মেমসাব' ছবির জন্য নতুন মুখ চাইছিলেন। ১৯৮৯ সালে সম্প্রচারিত 'সার্কাস' ধারাবাহিকে শাহরুখের অভিনয় সবার নজর কেড়েছিল। এই ধারাবাহিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আজিজ মির্জা। 'সার্কাস' ধারাবাহিকের নির্মাতা আজিজ এবং সইদ মির্জাকে আগে থেকে চিনতেন কেতন। ছবির জন্য কেতন নতুন মুখের সন্ধানে রয়েছেন জেনে আজিজ এবং সইদ দুজনই শাহরুখের সঙ্গে কেতনকে দেখা করতে বলেন। প্রথম দেখাতেই শাহরুখকে পছন্দ হয়ে যায় কেতনের। সাক্ষাৎকারে কেতন বলেন, 'শাহরুখকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি প্রতিভাবান। যেহেতু এই ছবিতে তিনি প্রথম কাজ করেছিলেন, তাই নিজের সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্সই দিতে চেয়েছিলেন তিনি।'

জ্যাকুলিনের বিরুদ্ধে আদালতে নতুন অভিযোগ নোরার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুইশ' কোটি রুপি তছরুপের মামলায় সুকেশ চন্দ্রশেখর ছাড়াও বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ এবং নোরা ফাতেহির নাম জড়ায়। নোরার বিরুদ্ধে এর আগে একাধিক অভিযোগ করেছিলেন সুকেশ এবং জ্যাকুলিন। জবাবে 'কিক' ছবির নায়িকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন নোরা। সোমবার এই মামলায় দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে নিজের জবানবন্দি দিতে হাজির হয়েছিলেন নোরা।

তিনি বলেন, "জ্যাকুলিন ফারর্নান্দেজ ছাড়াও কিছু সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধেও আমি মামলা করেছি। ওরা আমাকে 'সুযোগ সন্ধানী' বলেছে। পাশাপাশি দাবি করেছে, আমি নাকি সুকেশের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলাম! তাদের মিথ্যাভাষণ সাধারণ মানুষের সামনে আমার সম্মানহানি করেছে।"

এরই সঙ্গে 'দিলবার' খ্যাত অভিনেত্রী বলেন, "সুকেশের বিরুদ্ধে দুইশ' কোটি রুপি তছরুপের যে অভিযোগ উঠেছে, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, এই কথা জানাতেই আমি মামলা করেছি।"

এখানেই থেমে থাকেননি নোরা। তিনি আরও অভিযোগ করে আদালতে বলেন, "আমার মতে, বিশেষ কয়েকজনকে আড়াল করতেই এই ঘটনায় আমাকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছিল! কারণ, আমি বাইরে থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি বলেই হয়তো আমাকে অনেকেই সহজ লক্ষ্য বলে ধরে নেন।"

ইন্ডাস্ট্রিতে আট বছরের পরিশ্রমে যে জায়গা তিনি তৈরি করেছেন, জ্যাকুলিনের মন্তব্য তাতে মারাত্মক আঘাত হেনেছে বলেই উল্লখ করেছেন নোরা। এই মর্মে তিনি আদালতের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসে আদালত এই মামলায় আরও একজন সাক্ষীর জবানবন্দি নথিভুক্ত করবে।

এখনও দলকে

দেওয়ার আছে, অবসর নিয়ে ভাবছি না: অ্যান্ডারসন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অ্যাশেজ সিরিজ শুরুর আগেই জিমি অ্যান্ডারসন একবার পরিষ্কার করে দিয়েছেন, অবসরের ভাবনা নেই এখনও। কিন্তু আলোচনা তো থামার নয়! কথা চলছেই, প্রশ্নও উঠছে। তবে এসব আলোচনায় কান দিতে চান না তিনি। টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসারের মতে, দলকে দেওয়ার মতো আরও অনেক কিছু এখনও তার আছে।

অ্যাশেজের চলতি ওভাল টেস্টের মাঝেই ৪১ বছর পূর্ণ হবে অ্যান্ডারসনের। আধুনিক ক্রিকেটে এই বয়সে একজন পেসারের শীর্ষ পর্যায়ে খেলে যাওয়া বিস্ময়কর। তবে পারফরম্যান্স দিয়েই সেটিকে সম্ভব করেছেন তিনি এবং দূরে রেখেছেন অবসরের আলোচনা।

কিন্তু এবারের অ্যাশেজে অ্যান্ডারসনের পারফরম্যান্সে ভাটার টান দেখেই প্রশ্নগুলি উঠতে শুরু করেছে। ওভাল টেস্টের আগে সিরিজে তিন ম্যাচ খেলে তার শিকার মাত্র চারটি। ইনিংসে একাধিক উইকেট পাননি একবারও। ওভালেও প্রথম ইনিংসে একটি উইকেটই নিতে পেরেছেন ৬৭ রান খরচায়। উইকেট যেমন ধরা দিচ্ছে না, তেমনি তার বোলিংও বেশির ভাগ সময়ই মনে হয়েছে ধারহীন।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র শুরু হয়েছে সবে। পরবর্তী অ্যাশেজও অনেকটা দূরের পথ। এবারই অ্যান্ডারসনের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের সমাপ্তি কিনা, এই প্রশ্ন তাই জোরেসোরেই উঠছে। ওভাল টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অ্যান্ডারসন স্কাই স্পোর্টসকে বললেন, বাইরের আলোচনাগুলোকে তিনি নিজের কানে ঢুকতে দিতে চান না।

তিনি বলন, আমি এটাই চাইব নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে। তবে চেষ্টা করেছি, বাইরের কথা না শুনতে। এই প্রশ্ন তো গত ৬ বছর কিংবা আরও বেশি সময় ধরে শুনে আসছি। একজন বোলারের (পেসার) ৩০ বছর হয়ে গেলেই শুনতে হয়, আর কতদিন বাকি? কিন্তু গত তিন-চার বছর ধরেই আমার মনে হয়েছে, যে কোনো সময়ের মতোই ভালো বোলিং করছি আমি।

অ্যান্ডারসন আরও বলেন, অনেক নিয়ন্ত্রিত বোলিং করছি আমি। আমার শরীরও বেশ ভালো অবস্থায় আছে। আমার স্কিল অন্য যে কোনো সময়ের মতোই ভালো। আমার তাই মনে হয় না, বোলিং খারাপ করছি বা গতি হারাচ্ছি কিংবা শেষের পথে আছি। আমি মনে করি, এই দলকে এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে আমার।

উইকেট সংখ্যায় যে প্রত্যাশার প্রতিফলন পড়েনি, তা মানছেন অ্যান্ডারসনও। তবে স্রেফ উইকেট দিয়েই নিজের পারফরম্যান্সকে বিচার করতে চান না তিনি। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমরা সবাই জানি, পেশাদার ক্রিকেটারদের খারাপ সময় আসে, ব্যাটার হোক বা বোলার। আশা করতে হয় যেন, সবচেয়ে হাই-প্রোফাইল সিরিজে সময়টা না আসে।

অ্যান্ডারসন জানান, তবে আমি চেষ্টা করি উদ্দেশ্যটা দেখতে। যেভাবে বোলিং করেছি, সেসব দেখি আমি। হ্যাঁ, প্রত্যাশামতো উইকেট পাইনি, তবে দলের জন্য নিজের কাজটা করার চেষ্টা করছি, অন্য প্রান্তে থাকা বোলারকে সহায়তা করার চেষ্টা করছি এবং চাপ সৃষ্টি করার ও খেলায় কিছু একটা তৈরি করার চেষ্টা করছি।

৬৮৫ উইকেট নিয়ে অ্যাশেজ শুরু করা অ্যান্ডারসনের শিকার এখন ৬৯০টি। টেস্ট ইতিহাসে প্রথম পেসার হিসেবে ৭০০ উইকেটের ঠিকানায় তিনি পৌঁছতে পারবেন কি না, তা বলবে সময়। দলে জায়গা পাওয়ার ব্যাপারটি যে তার হাতে নেই, তা জানেন অ্যান্ডারসনও। তবে হাল ছাড়বেন না বলে আবারও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তিনি।

তিনি বলেন, দল নির্বাচনের ব্যাপারটি পুরোপুরি ভিন্ন। স্টোকসি (বেন স্টোকস) ও বাজ (ব্রেন্ডন ম্যাককালাম) যদি বলে যে, আমাদের প্রত্যাশামতো উইকেট আমি এনে দিতে পারিনি, তাতে আমার সমস্যা নেই। তবে অবসরের প্রসঙ্গে বললে, এখনই সরে দাঁড়ানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আমার মনে হচ্ছে, এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে আমার।

৯৪' বিশ্বকাপের জার্সি পরে ম্যারাডোনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা মেসির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ১৯৯৪ সালে শেষ বার আমেরিকার মাটিতে বিশ্বকাপ খেলেছিলেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা। তখনও তার গায়ে ছিল ১০ নম্বর জার্সি। আর্জেন্টিনার সে বারের সেই জার্সি পরলেন লিওনেল মেসি। প্রয়াত ফুটবলারকে শ্রদ্ধা জানালেন তিনি। এখন আমেরিকাতেই ক্লাব ফুটবল খেলছেন মেসি।

আর্জেন্টিনার ২৯ বছরের পুরনো বিশ্বকাপের জার্সি পরে সমাজমাধ্যমে ছবি দিয়েছেন মেসি। তবে জার্সিটি ম্যারাডোনার ব্যবহৃত কিনা, তা জানাননি। অনেকেই মনে করছেন মেসির গায়ের জার্সিটি রেপ্লিকা।

১৯৮৬ সালে ম্যারাডোনার হাত ধরে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতার পর গত বছর মেসির অধিনায়কত্বে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। কাতারে বিশ্বকাপ জেতার পর ম্যারাডোনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন মেসি। বিশ্বকাপ জেতার পর ম্যারাডোনা যে ভঙ্গিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, তার সঙ্গে ফুটবলপ্রেমীরা মিল পেয়েছিলেন মেসির বিশ্বজয়ের উচ্ছ্বাসের।

আর্জেন্টিনার ফুটবল-সহ ক্রীড়াজগতে এখনও ম্যারাডোনার প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট। ২০২০ সালের নভেম্বরে প্রয়াত হয়েছেন ম্যারাডোনা। আর্জেন্টিনার হয়ে তিনি ৯১টি ম্যাচ খেলেছিলেন। ৩৬ বছরের মেসি এখন পর্যন্ত দেশের হয়ে খেলেছেন ১৭৫টি ম্যাচ। ২০২৬ সালে আগামী ফুটবল বিশ্বকাপও হবে আমেরিকায়। মেসির '৯৪ সালের জার্সি পরা ছবি দেখে আর্জেন্টিনার ফুটবলপ্রেমীরা চাইছেন, তিনিও ম্যারাডোনার মতো শেষ বিশ্বকাপ আমেরিকার মাটিতে খেলুন।

আইপিএল দারুণ, কিন্তু এটা ক্রিকেটারদের নষ্টও করতে পারে : কপিল দেব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটারদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। আঙুল তুললেন আইপিএলের দিকেও। ভারতীয় এই কিংবদন্তি বলেন, ছোটখাট চোট নিয়ে আইপিএল খেলতে দ্বিধা করবে না ক্রিকেটাররা, কিন্তু জাতীয় দলের হয়ে খেলার সময় বেঁকে বসে। তখন খেলতে চাইবে না। সম্প্রতি দা উইক ম্যাগাজিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কপিল দেব এসব প্রশ্ন তোলেন।

জাতীয় দলের হয়ে খেলার থেকেও আইপিএলে খেলাকে আজকাল বেশি গুরুত্ব দেয় ক্রিকেটাররা। এসময় বোর্ডকেও খোঁচা মারতে ছাড়েননি তিনি। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, 'আজকাল ১০ মাস ক্রিকেট হয়। সবাইকে নিজেদের দেখভাল করতে হবে। আইপিএল ভালো, তবে এই টুর্নামেন্ট ক্রিকেট জীবন নষ্টও করে দিতে পারে। কারণ হালকা চোট নিয়েও প্লেয়াররা আইপিএল খেলে। কিন্তু অল্প চোট নিয়ে দেশের হয়ে খেলে না ক্রিকেটাররা। বিশ্রাম চায়। আমি কোনও রাখঢাক না করেই এটা বলছি। হালকা চোট নিয়েও আইপিএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ক্রিকেটাররা খেলে। ক্রিকেট বোর্ডের বোঝা উচিত একজন প্লেয়ারের কতটা খেলা উচিত। আজকাল টাকার কোনও কমতি নেই, কিন্তু তিন বা পাঁচ বছরের ক্যালেন্ডার নেই। তারমানে ক্রিকেট বোর্ডের নিশ্চয়ই কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে।

অধিনায়ক হয়ে ফিরছেন বুমরাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন ধরেই চোটে জর্জরিত জাসপ্রিত বুমরাহ। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সর্বশেষ আসরেও খেলতে পারেননি তিনি। তবে সব শঙ্কা কাটিয়ে এবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে আবারও প্রতিযোগিতা মূলক ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছেন। ফেরার এই সিরিজে বুমরাহকে অধিনায়ক করে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)।

আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজে বিশ্রাম দেয়া হয়েছে ভারতীয় দলের বেশিরভাগ নিয়মিত ক্রিকেটারকে। দলে নেই রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির মতো ক্রিকেটাররা। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বুমরাহর সহকারী করা হয়েছে রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে। উইকেটরক্ষক হিসেবে আছেন সাঞ্জু স্যামসন ও জিতেশ শর্মা।

পেস বোলিং আক্রমণে প্রসিধ কৃষ্ণা, আর্শদীপ সিং ও আভেস খানদের মতো তরুণদের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। দলে স্পিনার হিসেবে আছেন রবি বিষ্ণই ও ওয়াশিংটন সুন্দর। আইপিএল মাতানো ইয়াসভি জায়সাওয়াল ও রিঙ্কু সিংকেও এই দলে রাখা হয়েছে।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হবে যথাক্রমে ১৮, ২০ ও ২৩ আগস্ট। সিরিজের সবগুলো ম্যাচই হবে ডাবলিনে। ভারত ২০১৮ সালে সর্বশেষ আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়েছিল। সেই সফরে প্রথম টি-টোয়েন্টিতেই বুড়ো আঙুলের চোটে পড়েছিলেন বুমরাহ। এবার সেখানেই নতুন শুরু হচ্ছে এ পেসারের।

ডিউটি শেষ, ফের টেস্টকে বিদায় বললেন মঈন?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অ্যাশেজ সিরিজের শেষ ম্যাচ জয় করে সিরিজে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড। আর এই ম্যাচে তিন উইকেট নিয়ে দলকে জেতানোয় বড় অবদান রেখেছেন মঈন আলী। বদলি খেলোয়াড় হিসেবে দেশের জন্য অবসর ভেঙে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরেছিলেন মঈন।

তবে নিজের দায়িত্ব শেষে আবারও টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর কথাই গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করলেন মঈন।

জ্যাক লিচ বাদ পড়ায় দলে বিকল্প হিসেবে ডাক পড়ে মঈনের। তিনি সাদরে অধিনায়ক বেন স্টোকসের ডাকে সাড়া দেন। তবে মঈন আলী বলেছেন, এবার আর তিনি স্টোকসের ম্যাসেজে সাড়া দেবেন না। এবার তার বিদায় নেওয়ার পালা।

স্কাই স্পোর্টসকে অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করে মঈন বলেছেন, 'যদি স্টোকসি আমাকে আবার ম্যাসেজ দেয়, আমি সেটা ডিলিট করে দেব। আমার কাজ সম্পন্ন। আমি এটা উপভোগ করেছি। এটাই শেষ করার ভালো সময়।'

গ্রীষ্মের দলবদলে

আরও খেলোয়াড় চায় বার্সেলোনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রীতি ম্যাচ হলেও প্রতিপক্ষ যখন রিয়াল মাদ্রিদ, বড় জয় পেলে তা নিয়ে বার্সেলোনা শিবিরে উচ্ছ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে দারুণ ফলাফলের পরও দলে আরও উন্নতির সুযোগ দেখছেন শাভি এর্নান্দেস। কাতালান ক্লাবটির কোচ বলেছেন, চলতি গ্রীষ্মের দলবদলে আরও খেলোয়াড় দলে টানতে চান তারা।

প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি সফরে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে গত শনিবারের ম্যাচে রিয়ালকে ৩-০ গোলে হারায় বার্সেলোনা। জালের দেখা পান উসমান দেম্বেলে, ফার্মিন লোপেস ও ফেরান তোরেস। এই সফরে নিজের প্রথম ম্যাচে আর্সেনালের বিপক্ষে ৫-৩ গোলে হেরেছিল লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা। রিয়ালের বিপক্ষে অবশ্য দেখা যায় ভিন্ন বার্সেলোনাকে। ১৫ মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন দেম্বেলে। রিয়াল কিছু সুযোগ নষ্ট করলেও ভুল করেনি শাভির দল। ম্যাচের শেষের দিকে এরপর ব্যবধান বাড়ান লোপেস ও তোরেস।

এই দলবদলে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছেন মিডফিল্ডার ইলকাই গিনদোয়ান, ওরিওল রোমেউ, ডিফেন্ডার ইনিগো মার্তিনেস। এই তালিকায় আরও নাম যোগ করতে চান শাভি। এছাড়া চুক্তি হয়েছে তরুণ ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিতর খকের সঙ্গে, তিনি কাম্প নউয়ে যোগ দেবেন ২০২৪-২৫ মৌসুমে। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে সাবেক স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বলেছেন, বিভিন্ন পজিশনে নতুন খেলোয়াড় প্রয়োজন তাদের।

তিনি বলেন, দলবদলের বাজার ৩১শে অগাস্ট শেষ হবে। অনেক কিছুই ঘটতে পারে। আশা করি আমরা আরও শক্তিশালী হতে পারব। আমরা কিছু খেলোয়াড়কে মিস করছি। আমাদের ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা টিম তা জানে এবং সভাপতিও এই ব্যাপারে অবগত। (রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচের) ফলাফল নিয়ে উচ্ছ্বাস থাকলেও আমাদের দলে আরও কয়েকজন খেলোয়াড় দরকার।

সবশেষ মৌসুমের পর বার্সেলোনা ছেড়েছেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার সের্হি বুসকেতস, ডিফেন্ডার সের্হি রবের্তো, সামুয়েল উমতিতি। গুঞ্জন রয়েছে, পিএসজিতে যোগ দিতে পারেন ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR